প্রথম আলো

তারিখ ... 8 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আজ খুলছে

উপাচার্যের জন্য আশ্চর্য আন্দোলন!

একরামুল হক ও প্রণব বল, চট্টগ্রাম ●

শিক্ষার্থীদের একটি অংশ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এক মাসের বেশি সময় ধরে অচল করে রেখেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন নতুন উপাচার্য নিয়োগের দাবি করছে। গত ২৮ জানুয়ারি চুয়েটের উপাচার্য শ্যামল কান্তি বিশ্বাসের মেয়াদ শেষ হয়।

পদ খালি হলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উপাচার্য নিয়োগ হয়। কিন্তু এ নিয়ে কেন কিছু শিক্ষার্থী আন্দোলন করছেন, তা বোধগম্য নয় খোদ শিক্ষকসমাজ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে। তাই কিছু শিক্ষার্থীর নতুন উপাচার্য নিয়োগের 'আন্দোলনের' কারণ বের করতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। গত বৃহস্পতিবার সমিতি এ-সংক্রান্ত একটি আবেদনও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, একজন শিক্ষককে উপাচার্য পদে বসাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কিছু এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

উপাচার্যের জন্য আশ্চর্য আন্দোলন!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লোকের ইন্ধনে কিছু শিক্ষার্থী আন্দোলনের নামে ক্যাম্পাস অচল করে রেখেছেন। গত ৪ মার্চ থেকে লাগাতার ক্লাস বর্জন চলছে। এতে সেশনজট দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরুর ঘোষণা দিয়ে তা স্থগিত করতে হয়েছে। *প্রথম আলোর* চট্টগ্রাম কার্যালয়ে দুজন অভিভাবক ফোন করে তাঁদের উদ্বেগের বিষয়টি জানান। দুজন অভিভাবকের প্রশ্ন, উপাচার্য নেই বলে কি ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে? তাঁরা বিষয়টির দ্রুত সমাধানের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। উপাচার্য নিয়োগ দিতে এত দেরি করা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন ওই দুজন অভিভাবক।

শিক্ষার্থীদের যে অংশ আন্দোলন করছে, তারা আগের উপাচার্যের পুনর্নিয়োগের বিরুদ্ধে। তারা নতুন কাউকে উপাচার্য হিসেবে চায়, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা কারও নাম বলছে না। তবে আলোচনা আছে, পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম যাতে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান, তারা তা-ই চাইছে। শিক্ষক সমিতির একাধিক নেতার অভিযোগ, চলমান আন্দোলনে ওই শিক্ষকেরও সমর্থন আছে।

চুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মীর মু. সাকী কাওসার *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ, উপাচার্য না থাকলেও ক্লাস ও পরীক্ষা চালিয়ে যেতে কোনো বাধা নেই। ক্লাস বর্জন সম্পর্কে সাকী বলেন, 'কোনো সুবিধাভোগী শিক্ষকের ইন্ধনে গুটি কয়েক শিক্ষার্থী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে গোটা ক্যাম্পাস জিম্মি। উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য হতে আগ্রহী এমন দু-একজন শিক্ষক ছাত্রদের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছেন বলে আমাদের সহকর্মীদের ধারণা। এই প্রেক্ষাপটে আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি করেছি।'

অভিযোগ সম্পর্কে অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'আমি কখনো নিজের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করিনি এবং করবও না। গবেষণা করে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। পরবর্তী উপাচার্য কে হবেন, তা নির্ধারণ করবে সরকার।' শিক্ষক সমিতির অভিযোগ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জাহাঙ্গীর বলেন, 'এসব বলে কাদা ছোড়াছুড়ি করার দরকার কী? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

চলমান 'আন্দোলনের' নেতৃত্ব দিচ্ছেন পুরকৌশল বিভাগেরই চতুর্থ বর্ষের ছাত্র নিয়াজ মোর্শেদ ও তড়িৎ কৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মঈনউদ্দিন চৌধুরী। নিয়াজ মোর্শেদ বলেন, 'ছাত্রদের নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে হবেন, কে হবেন না, তা ছাত্রদের ব্যাপার। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে শিক্ষক সমিতির মাথা ঘামানোর এখতিয়ার নেই।' কাকে উপাচার্য হিসেবে দেখতে চাইছেন জানতে চাইলে মোর্শেদ বলেন, 'আমরা নতুন উপাচার্য চাই, যিনি ছাত্রদের স্বার্থ দেখবেন।'

মঈনউদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'শিক্ষার্থীদের স্বার্থে আমরা আন্দোলন করছি। কেউ আমাদের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে না। উপাচার্য নেই বলে আমাদের ডাইনিং হলের সমস্যা ও লোডশেডিং কাটছে না। উপাচার্য থাকলে আমরা শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে পারতাম।' ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এহসান উল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা ছাত্রদের বারবার বলেছি, ক্লাস না করাতে তোমাদের ক্ষতি হবে। এই ক্লাস বর্জনের কারণে ২০০৭ সালের ব্যাচের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হলো। তাদের এত দিনে বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।' তিনি বলেন, 'ভিসি না থাকায় কেবল নিয়োগ ও উন্নয়নকাজের সমস্যা হচ্ছে। ক্লাসের তো কোনো ক্ষতি হচ্ছিল না। কিন্তু তারা কেন আন্দোলনে গেল বুঝলাম না। এই আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা সংখ্যায় বেশি না।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অন্তত চারজন শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, এই আন্দোলন সাধারণ শিক্ষার্থীরা সমর্থন করেন। কিন্তু ক্লাসে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

ছাত্রলীগের সভাপতি মশিউল কবির দাবি করেন, 'এই আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রলীগের সম্পর্ক নেই। তবে ছাত্রলীগের কেউ কেউ হয়তো সমর্থন করে।'

তবে সাধারণ ছাত্রদের ব্যানারে হওয়া এই আন্দোলনের সঙ্গে শুরু থেকে ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতা অংশ নিয়েছেন। তাঁরা মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

কর্মসূচি স্থগিত: এই 'আন্দোলনের' বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য নেওয়ার পর থেকে কর্মসূচি স্থগিত হতে পারে বলে তথ্য আসতে থাকে এই প্রতিবেদকের কাছে। শেষমেশ গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ফটকে সেঁটে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাস বর্জন কর্মসূচি সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে। আজ রোববার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বর্ষের ক্লাস শুরু হবে।

জানতে চাইলে মঈনউদ্দিন চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, 'স্থানীয় সাংসদ এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর আশ্বাসে আমরা ক্লাস বর্জন স্থগিত করেছি। আমাদের ক্লাস বর্জন কর্মসূচিকে শিক্ষক সমিতি অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করেছে। আমরা শিক্ষক সমিতির এ ধরনের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'